

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৮০৭

১/ বিবিধ

আরবী

أبغض العباد إلى الله عز وجل من كان ثوابه خيرا من عمله، أن تكون ثيابه ثياب
الأنبياء، وعمله عمل الجبارين
موضوع

رواه العقيلي في "الضعفاء" (172) عن أبي صالح كاتب الليث: حدثنا سليم بن
عيسى أبو يحيى عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن
عائشة مرفوعا. ذكره في ترجمة سليم هذا وقال: "مجهول في النقل، حديثه (هذا)
منكر غير محفوظ". وقال الذهبي: "روى عن الثوري خبرا منكرا، ساقه العقيلي". ثم
ساقه من طريقه ثم قال: "قلت: هذا باطل
قلت: وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3 / 51) من طريق العقيلي هذه وأعله
بكلامه الذي نقلته أنفا وبكاتب الليث، وقال: قال أحمد: ليس بشيء، وأقره السيوطي
في "اللآلئ" (برقم 2287) على وضعه، وزاد عليه أنه نقل كلمة الذهبي أنه باطل.
وأقره ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (2 / 335)
ومع ذلك أورده السيوطي في "الجامع الصغير" من رواية العقيلي والديلمي! فتعقبه
شارحه المناوي بما خلاصته أن ابن الجوزي قال: "موضوع". وأقره عليه السيوطي
في الأصل (يعني الجامع الصغير) "وممن جزم بوضعه ابن عراق والهندي. قلت:
وسليم بن عيسى هذا الذي جهلوه، إنما هو - فيما أرى - سليمان بن عيسى بن نجيح
المعروف بالكذب، فقد أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (1 / 1 / 80) من

مختصره للحافظ) هكذا: عن سليمان بن عيسى بن نجيح عن الثوري به. وقال الحافظ عقبه: "قلت: سليمان متروك". وقال الذهبي في "الميزان هالك، قال الجوزجاني: كذاب مصرح. وقال أبو حاتم: كذاب. وقال ابن عدي: يضع الحديث". ثم ذكر له عدة أحاديث من بلاياه

বাংলা

৮০৭। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বান্দাহ সেই, যার কাপড় দুটি তার কর্মের তুলনায় বেশী উত্তম। তার কাপড়গুলো হবে নবীগণের কাপড় আর তার কর্ম হবে দাস্তিকদের কর্ম।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যোয়াফা" (১৭২) গ্রন্থে লাইছের কাতিব আবু সালেহ হতে তিনি সুলায়েম ইবনু ঈসা হতে তিনি সুফিয়ান ছাওরী হতে তিনি জাফার ইবনু বুরকান হতে তিনি মায়মূল ইবনু মিহরান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেনঃ সুলায়েম মাজহুল। তার হাদীছ মুনকার, নিরাপদ নয়। হাফিয় যাহাবী বলেনঃ তিনি ছাওরী হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উকায়লী সেটিকে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি (যাহাবী) তার সূত্রেই হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযু'আত" (৩/৫১) গ্রন্থে উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে তার কথা দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেনঃ ইমাম আহমাদ বলেনঃ তিনি (সুলায়েম) কিছুই না। সুযুতী "আল-লাআলী" (নং ২২৮৭) গ্রন্থে হাদীছটি যে জাল তা স্বীকার করেছেন। যাহাবী যে বলেছেনঃ হাদীছটি বাতিল তিনি তাও উল্লেখ করেছেন। ইবনু ইরাক "তানযীহশ শারীয়াহ" (২/৩৩৫) গ্রন্থেও তাকে সমর্থন করেছেন।

তা সত্ত্বেও সুযুতী হাদীছটি "আল-জামেউস সাগীর" গ্রন্থে উকায়লী ও দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। এ কারণে তার ভাষ্যকার মানবী তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ ইবনুল জাওযী বলেনঃ হাদীছটি বানোয়াট। আর সুযুতী তা "আল-জামেউল কাবীর" গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। ইবনু ইরাক এবং আল-হিন্দীও হাদীছটি বানোয়াট বলে হুকুম লাগিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এই সুলায়েম ইবনু ঈসা হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু ঈসা ইবনে নাজীহ। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" (১/১/৮০) গ্রন্থে সুলায়মান ইবনু ঈসা ইবনে নাজীহর মাধ্যমে ছাওরী হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

তার পরক্ষণেই হাফিয় বলেনঃ সুলায়মান মাতরাক। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি হালেক। জুযজানী বলেনঃ তিনি সুস্পষ্ট মিথ্যুক। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু আদী বলেনঃ তিনি হাদীছ জালকারী।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71686>

📄 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন